



BENGALI VERSION

বাংলা অনুবাদ

মে ১০, ২০১৭ ইং

খবর

বিশ্ব

ISAAA বেইজিং এ জিএম ফসল গ্রহনের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬ উপস্থাপন করেছে

দ্যা ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস ফর দ্যা একুইজিশন অফ এগ্রি-বায়োটেক এপ্লিকেশনস্ (ISAAA) “গ্লোবাল স্ট্যাটাস অফ কমার্শিয়ালাইজড বায়োটেক/ জিএম ক্রপস্: ২০১৬” শিরোনামে তাদের ২০১৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছে। চিনের বেইজিং এ মে মাসের ৪ এবং ৫, ২০১৭ তারিখে এই দুইটি ইভেন্ট সম্পন্ন হয়।



মেডিয়া কনফারেন্সটি বিগত মে মাসের ৪ তারিখ ২০১৭ সালে চায়না ওল্ড হোটেলে সংঘটিত হয় যেখানে চায়না এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার ৪০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেছিল। ড. পল টেং, ISAAA চেয়ারপার্সন প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য অংশ উপস্থাপন করেন। তিনি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করেন যে, ২০১৬ সালে বায়োটেক ফসলের চাষাবাদ ১৮৫.১ মিলিয়ন হেক্টর পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১৫ সালে কিছুটা কমে গিয়েছিল। ISAAA সিনিয়র প্রোগ্রাম কর্মকর্তা ড. রোডোরা আলডেমিতা এশিয়ায় বায়োটেক ফসলের উন্নয়ন এবং গ্রহন সম্পর্কে কথা বলেন।

পরের দিন, মে ৫ ২০১৭ তারিখে চায়নিজ একাডেমি অভ্ সায়েন্সেস এ একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ১২০ জন একাডেমিক সদস্য, এবং ছাত্র অংশগ্রহণ করে। ড. পল টেং এবং ড. রোডোরা আলডেমিতা সেখানে ISAAA প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি জিএমও বিভাগের জনাব জেং জিয়াংফা চিনের বায়োটেক ফসল রেগুণেমন এবং উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করেন। অংশগ্রহণকারীগণ তাদের মতামত প্রদর্শন করে বলেন যে, দেশে বায়োটেক ফসলের গ্রহন শুধুমাত্র কৃষক এবং তাদের পরিবারে উপকারের জন্য নয় বরং ভোক্তাদেও উপকারের জন্য গ্রহন করা উচিত।

এই সম্মেলনটি সংঘটিত হয়েছে চায়না বায়োটেকনোলজী ইনফরমেশন সেন্টার, চায়না একাডেমি অভ্ এগ্রিকালচারাল সায়েন্সেস, এবং চায়না বায়োটেকনোলজী সোসাইটি এর সহযোগিতার মাধ্যমে।

এই সম্মেলন সম্পর্কে অধিক তথ্যের জন্য knowledge.center@isaaa.org এ ই-মেইল পাঠাতে পারেন। ISAAA ওয়েবসাইড থেকে প্রতিবেদন ডাউনলোড করা যাবে।

ভিজিট করুন: <http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15413>

আফ্রিকা

কেনিয়ার ছট্টা এবং তুলা কৃষকগণ বিটি ছট্টা এবং বিটি তুলার বীজের জন্য আবেদন করেছে

কেনিয়ায় বিদ্যমান খড়া এবং আর্মি ওয়ার্ম এর আক্রমণের মধ্যে কৃষকগণ বিটি ছট্টা এবং বিটি তুলার বীজের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জমা দিয়েছে। তাদের মধ্যে মধ্য অঞ্চলের একজন নেতৃস্থানীয় কৃষক জনাব মুগো মাগকো বলেন যে, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি মাধ্যমে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কেন কেনিয়ার কৃষককুল এই ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করবে। তিনি এপ্রিল মাসের ২৮, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ফারসারস্ এগ্রি-বায়োটেকনোলজী এন্ড বায়োসেপটি সেনসিটাইজেশন ফোরাম এ এই বক্তৃতা প্রদান করেন।

মি. জেকশন ওমউমো, একজন ছুট্রা চাষী দলের চেয়ারপার্সন উল্লেখ করেন যে, সরকারী মন্ত্রনালয়সমূহ এবং নিয়ন্ত্রকারী সংস্থাগুলোর উল্লেখযোগ্য অবহেলার জন্য এগ্রি-বায়োটেকনোলজী সমূহ গ্রহনে বিলম্ব হচ্ছে। “জনগনের উপকারের জন্য ইতিমধ্যে প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। যদি তুমি স্থানীয়ভাবে প্রদানকৃত তথ্য বিশ্বাস না করো, তাহলে একটি দলকে কেন ইতিমধ্যে সাফল্যজনকভাবে চাষাবাদ হচ্ছে এমন দেশে পাঠাচ্ছেন না যেন তারা সেখানের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কেনিয়ায় গ্রহন করতে পারে?”।

এই ফোরামটির সহযোগী সংঘঠক ছিল ISAAA আফ্রি সেন্টার, ওপেন ফোরাম অন এগ্রিকালচারাল বায়োটেকনোলজী (OFAB Kenya) এবং দ্যা প্রোথ্রাম ফর বায়োসেপটি সিস্টেম। এই ফোরামে এগ্রিকালচারাল ফুড অথোরিটি, ন্যাশানাল বায়োসেপটি অথোরিটি, কেনিয়া এগ্রিকালচারাল লাইভস্টক এন্ড রিসার্স অর্গানাইজেশন, এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহন করে ফোরামটিকে সার্থক করেছেন।



ফোরাম সম্পর্কে অধিক তথ্যের জন্য ISAAA আফ্রিসেন্টারের পরিচালক, ড. মার্গারেট কারেমবো এর ইমেইলে mkarembu@isaaa.org যোগাযোগ করুন।

ভিজিট করুন: <http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15403>

আমেরিকা

ব্রাজিল উন্নয়নশীল দেশসমূহে জিএম ফসল গ্রহণে নেতৃত্ব দিচ্ছে

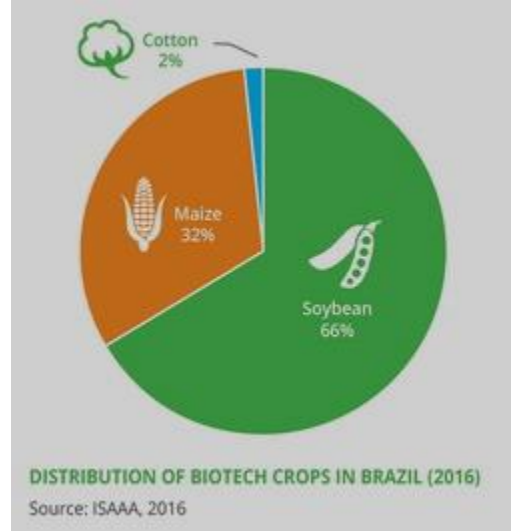
গত সপ্তাহে প্রকাশিত “ISAAA ব্রিফ ৫২ গ্লোবাল স্ট্যাটাস অন্ড কমার্সিয়ালাইজড বায়োটেক/ জিএম ক্রপ: ২০১৬” অনুযায়ী আমেরিকার পরেই ব্রাজিল ২০১৬ সালে জিএম ফসল উৎপাদনে সর্বোচ্চ উৎপাদক হিসেবে তার দ্বিতীয় অবস্থান বজায় রেখেছে।

২০১৬ সালে ব্রাজিরিয়ান কৃষকগণ বায়োটেক সয়াবিন, ছট্টা, এবং তুলা মোট ৪৯.১ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বপন করেছে, যা বিশ্বব্যাপি জিএম ফসল (১৮৫.১ মিলিয়ন হেক্টর) উৎপাদনের ২৭%। এ ছাড়াও ব্রাজিল ২০১৫ সাল থেকে সর্বোচ্চ হারে (১১%) জিএম ফসল গ্রহণে রেকর্ড গড়েছে যা দেশটিকে বিশ্বব্যাপি জিএম ফসল বৃদ্ধিতে একটি মেশিনে পরিণত করেছে।

2016 সালে ব্রাজিল ৩২.৭ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বায়োটেক সয়াবিন, ১৫.৭ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে ছট্টা, এবং ০.৮ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বায়োটেক তুলা চাষাবাদ করেছে। সয়াবিন, ছট্টা, এবং তুলা সর্বমোট ৫২.৬ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করা হয়, যেখানে ৪৯.১ মিলিয়ন বা ৯৩.৪% হলো বায়োটেক। ২০১৭ সালে এই উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায় কারণ দেশটির শুকর এবং পলিষ্ট্রি পালনে ব্যাপকহারে ছট্টা প্রয়োজন পরছে।

ISAAA প্রতিবেদনের এক্সিকিউটিভ সারাংশ ISAAA ওয়েবসাইড থেকে ডাউনলোড করুন। এই এক্সিকিউটিভ সারাংশ অবশ্য এরাবিক, চাইনিজ, ফ্রেঞ্চ, জাপানিজ, এবং পুর্তুগাল ভাষায় সহজলভ্য।

ভিজিট করুন: <http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15419>



মে ১৭, ২০১৭ ইং

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয়

অস্ট্রেলিয়ার OGTR জিএম সরগমের মাঠ পরীক্ষণের জন্য মতামত আহ্বান করেছে

অস্ট্রেলিয়ার জীন প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রকের অফিস (OGTR) জনগণের কাছ থেকে মতামত আহ্বান করেছে যাতে তারা জেনেটিক্যালি মডিফাইড সরগমের মাঠ পরীক্ষণের (সীমিত পরিসরে) জন্য কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটি যে লাইসেন্স আবেদন DIR 153 করেছে তা মূল্যায়ন করতে পারে।

পরীক্ষণটি অক্টোবর ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ সালের মধ্যে সংগঠিত করা হবে, এবং পরীক্ষণের মাঠগুলো হবে কুইন্সল্যান্ডে। পরীক্ষণের প্রথম বৎসরে ১ হেক্টর এলাকায় এক দিকে বপন করা হয়। পরবর্তীতে প্রতি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৎসরে সর্বোচ্চ ৪ টি এলাকায় সম্মিলিতভাবে ৫ হেক্টর এলাকায় বপন করা হবে। জিএম সরগম মানুষের খাদ্য কিংবা প্রাণির খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হবে না।

একটি কনসালটেশন রিস্ক এসেসম্যান্ট এন্ড রিস্ক ম্যানেজম্যান্ট প্লান (RARMP) তৈরী করা হয়েছে, এবং একটি নমুনা লাইসেন্স অবস্থার একটি রেঞ্জ অবমুক্তির পরিসর, অবস্থান এবং স্থায়িত্ব সীমিত করবে, অর্থাৎ, জিএমও এবং প্রদানকৃত জেনেটিক উপাদান সমূহের বিস্তার এবং স্থায়িত্বের ব্যাপারে নিষেধাকা প্রদান করবে।

রেগুলেটরটি RARMP কে ছড়ান্ত করার জন্য লিখিত আবেদন চেয়েছে যা পরবর্তীতে লাইসেন্স প্রদান করা হবে কি হবে না তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানাবে। কনসালটেশন RARMP এবং সম্পর্কিত ডকুমেন্টসমূহ OGTR ওয়েবসাইটে বিদ্যমান।

অধিক জানার জন্য OGTR ওয়েবসাইটে বিদ্যমান DIR 153 ডকুমেন্টস পড়ুন।

ভিজিট করুন: <http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15431>

ইন্ডিয়ার কৃষকগণ অতিদ্রুত দেশীয়ভাবে উন্নত পোকামাকড় প্রতিরোধী তুলা গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায়

ইন্ডিয়ায় প্রথমবারের মতো তিনটি জেনেটিক্যালি মডিফাইড (Bt) এবং দেশীয়ভাবে উন্নয়নশীল তুলার জাতের বীজ বাণিজ্যিকভাবে ছাড় দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সরকারী কর্মকর্তাদের বরাত অনুযায়ী, তুলার বীজ PAU-1, RS 2013, এবং F-1861 সমূহ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (ICAR) কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে ছাড়ের জন্য অনুমোদন করেছে। বীজসমূহ কৃষকেরা পরবর্তী মৌসুমে পুনব্যবহার করতে পারবে এবং আশা করা হচ্ছে বাজারে বর্তমানে বিদ্যমান Bt তুলা জাতের তুলনায় সস্তায় পাওয়া যাবে। এই বীজের গড় ফলন হবে ৫০০ কেজি প্রতি হেক্টরে, যা প্রচলিত তুলার ফলন অপেক্ষা বেশী এবং বিদ্যমান বিটি তুলার গড় ফলনের কাছাকাছি হবে।

ইন্ডিয়ার জাতীয় বীজ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বলেন “আমরা দেশীয়ভাবে উন্নয়নশীল বিটি তুলার বাণিজ্যিক ছাড়কে স্বাগত জানাই কিন্তু এটি বিদ্যমান BG-2এর সমসাময়িক হয় কিনা তা দেখার বিষয়। যদি মূল্য বিদ্যমান বীজের দামের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণভাবে কম হয়, এটি কৃষককে আকর্ষণ করতে পারবে, বিশেষকরে যে এলাকায় পিংক বলওয়াম একটি বড় সমস্যা নয়”

গবেষণা সম্পর্কে অধিক তথ্যের জন্য [Genetic Literacy Project](#) থেকে পড়ুন।

ভিজিট করুন: <http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15436>

ইউরোপ

ডেফ্রা (DEFRA) জিএম আলুর মাঠ পরীক্ষণ অনুমোদন করেছে

যুক্তরাজ্যের ডিপার্টম্যান্ট ফর এনভায়রনম্যান্ট, ফুড এন্ড রুরাল এফেয়ারস্ (Defra) ২০১৭ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে নরওয়েচ রিসার্স পার্কের নির্ধারিত পরীক্ষণ এলাকায় জিএম আলুর মাঠ পরীক্ষণের জন্য সেইনসভারী লেবোরাটরী এপ্লিকেশন কে অনুমোদন করেছে।

এই মাঠ পরীক্ষণগুলো TSL পটেটো পার্টনার প্রজেক্টের অংশ যা একটি মেরিস পিপার আলু যা লাইট এবং নেমোটোড প্রতিরোধী তা উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিশীল, এই আলু লোমবিহীন, এবং উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করার সময় কম পরিমাণে এক্সিডেন্ট উৎপাদন করে। এই প্রকল্পটি বায়োটেকনোলজী এবং বায়োলজীক্যাল সায়েন্সেস রিসার্স কাউন্সিল (BBSRC) কর্তৃক অর্থায়ন করা হয়েছে যাতে অতিরিক্ত অর্থায়নের জন্য বায়োপটেটো (UK) এবং সিম্প্লট (US) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।



প্রফেসর জোনাথন জনস যিনি TSL এর জোনাথন জনস গ্রুপ এর দলীয় নেতা বলেন যে, “আমি খুবই আনন্দিত যে, আমরা আমাদের আলু গাছকে পরিমিত মাঠ অবস্থায় টেস্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় মাঠ পরীক্ষণের অনুমোদন দিয়েছি। আমরা কাঙ্ক্ষিতভাবে আশা করি যে, এবার আমরা রেজিস্ট্র্যান্ড জিনের মিলিতভাবে যে টেস্ট করব তা লাইট ব্লাইট প্রতিরোধের জন্য অধিক কঠিন হবে যা পূর্ববর্তী সময়ে একক জিন নিয়ে মাঠ টেস্টের সময় হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবতার প্রমাণ বপনের মাধ্যমে হবে”।

ডেফ্রা সিদ্ধান্ত এর বিস্তারিত এখানে আছে। প্রজেক্ট সম্পর্কে অধিক তথ্যের জন্য TSL থেকে ওয়েবসাইড ভিজিট করুন।

ভিজিট করুন: <http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15433>

মে ২৪, ২০১৭ ইং

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয়

জিএম সরিষা অনুমোদনের জন্য ইন্ডিয়ান সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে

নতুন আবিষ্কৃত জিএম সরিষা (GM) বাণিজ্যিক অনুমোদনের জন্য ইন্ডিয়ান সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। নিউ দিল্লীতে অবস্থিত দক্ষিণ এশিয়া বায়োটেকনোলজী সেন্টার (SABC) এই আবেদনটি উপস্থাপন করেছে যাতে পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী মহোদয় ড. হার্স বর্ধন কে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে জিএম সরিষার অনুমোদন করেন এবং ইন্ডিয়ান কৃষকগণকে এটি চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করে।

এক সপ্তাহ পর, দ্যা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এপ্রোইজাল কমিটি (GEAC), ইন্ডিয়ান জিএম ফসল রেগুলেটর, জিএম সরিষার বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করেছে। পরিবেশ মন্ত্রণালয় এসেসম্যান্ট অন্ড ফুড এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সেপটি প্রতিবেদ (AFES) যা ইতপূর্বে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হয়েছিল সে ব্যাপারে স্ট্যাকহোল্ডারের কাছ থেকে ৭৫০ এর ও অধিক পরামর্শ পেয়েছে যাতে ছাত্র, কৃষক, এবং গবেষক রয়েছেন। এই প্রতিবেদনে বায়োসেপটি তথ্যের সার্বিক মূল্যায়ন বিষয়ের ফলাফল যা আন্তর্জাতিকভাবে মূল্যায়নের সাথে তুলনাপ্রসূত যেটি বিভিন্ন ভালমানের রেগুলেটরি এজেন্সি যেমন, ইউরোপিয়ান ফুড সেপটি অথরিটি (EFSA), অস্ট্রেলিয়ার জীন প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রকের অফিস (OGTR), এবং কানাডিয়ান রেগুলেটরি অথরিটিস, এবং বিষয়ের উপর বিদ্যমান পিয়ার-রিভিউড সায়েন্টিফিক লিটারেচার দ্বারা করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও এই প্রতিবেদনটি ইন্ডিয়ান সরিষার বিভিন্ন ইস্যুকে অর্ন্তভুক্ত করেছে এবং উপসংহাও বলেছে যে, জিএম সরিষা হলো নিরাপদ এবং খাদ্য হিসেবে পুষ্টিকর।

এই আবেদনটি [Change.org](http://www.change.org) এ সহজলব্য। ইন্ডিয়ান জিএম সরিষা এবং ভোগযোগ্য তৈলসম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য [SABC](http://www.sabc.org) ভিজিট করুন, যেখানে ইংলিশ এবং হিন্দি অনুবাদ সহজলভ্য।

ভিজিট করুন: <http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15463>

ইন্দোনেশিয়ায় ISAAA ২০১৬ প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হয়েছে

বিগত মে মাসের ২৩ তারিখ ২০১৬ ইন্দোনেশিয়ার ইউগায়েত্রা এর ঘাদযা মাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বায়োটেকনোলজী বিষয়ক একটি এক দিনের জাতীয় সেমিনারে ISAAA এর সর্বশেষ তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন “গ্লোবাল স্ট্যাটাস অন্ড কমার্শিয়ালাইজড বায়োটেক/জিএম ফসল:২০১৬ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সেমিনারটি ISAAA এবং ইন্দোনেশিয়ান বায়োটেকনোলজী সেন্টার (IndoBIC) কর্তৃক আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ৯০ জনেরও বেশী শিক্ষাবিদ, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধী, প্রচার মাধ্যমের ব্যক্তিবর্গ, এবং ছাত্রগণ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে ইউগায়েত্রা প্রদেশের ফুড সেপটি এজেন্সির পরিচালক, আরোফা নুর ইন্দ্রিয়ানী MSI স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

ড. রোডেরা আর. আলডেমিতা, ISAAA সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার ২০১৬ সালের “গ্লোবাল স্ট্যাটাস অন্ড কমার্শিয়ালাইজড বায়োটেক/জিএম ফসল” সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন। মালয়েশিয়ান ববায়োটেকনোলজী ইনফরমেশন সেন্টার (MABIC) এর নির্বাহী পরিচালক ড. মাহালেটচুনী আরোজানান এশিয়ায় বায়োটেক/জিএম ফসল গ্রহণের উপর আলোকপাত করেন। অন্যদিকে, ড. মো: হারমান ইন্দোনেশিয়ায় বায়োটেক পণ্যের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং এদের রেগুলেশন নিয়ে আলোচনা করেন। কৃষি বায়োটেক গবেষণার বর্তমান অবস্থা নিয়ে উপস্থাপনা করেন গাদজা মাদা বিশ্ববিদ্যালয়, বগর এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি, এবং ইউগায়াকার্তা প্রদেশের বৈজ্ঞানিকগণ।



ড. আলডেমিতা এবং ড. আরোজানান IndoBIC এর পরিচালক, প্রফেসর ড. বামবাং পুরওয়ানতারা এবং ড. হারমান একত্রে সরাসরি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে (মে ২২, Jogja TV; মে ২৩, Kompas TV) উপস্থিত ছিলেন।

ইন্দোনেশিয়ার বায়োটেকনোলজী সম্পর্কে অধিক তথ্যের জন্য IndoBIC ওয়েবসাইড ভিজিট করুন।

ভিজিট করুন: <http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15468>

মে ৩১, ২০১৭ ইং

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয়

জাপান, একটি সম্ভাবনাময় বায়োটেক সুগার বীট দেশ

ভবিষ্যতে বায়োটেক ফসল গ্রহণে জাপানের উচ্চ সম্ভাব্যতা রয়েছে। কারণ হিসেবে বায়োটেক ছট্টা, সয়াবিন, ক্যানোলা, এবং তুলার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ২০১৬ সালে ২০.৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন ছিল। এ সমস্ত ফসলের প্রায় ৯০% হলো জেনেটিক্যালি মডিফাইড (GM)। দেশটি বিশ্বব্যাপি বায়োটেক ফসলের অনুমোদনের জন্য নেতৃত্ব দিয়ে আসছে, কিন্তু কোন বায়োটেক ফসল কখনও রোপন করা হয় নাই। টোকিও সিটিতে অনুষ্ঠিত ISAAA ব্রিফ ৫২, গ্লোবাল স্ট্যাটাস অন্ড কমার্সিয়লাইজড বায়োটেক/ জিএম ট্রপ: ২০১৬” এর পরিচিতি অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত বায়োটেকনোলজী ইনফরমেশন সেন্টার (NBIC)) এর পরিচালক ড. ফুসাও তমিতা এই বিষয়গুলো উপস্থাপন করেন। ড. তমিতা বলেন যে, হোন্ধাইডো অঞ্চলের কৃষকগণ বায়োটেক সুগারবিট রোপন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং ভোক্তাগণকে অবশ্যই বায়োটেক এবং নন-বায়োটেক সুগারবিট হতে প্রাপ্ত চিনির যথেষ্ট সমতার ব্যাপারে জানতে হবে।



ISAAA এর ড. রোডোরা আর. আলডেমিতা ISAAA ব্রিফ ৫২ এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ উপস্থাপন করেন, বিশেষকরে ২০১১ সাল থেকে জাপানে ভাইরাস প্রতিরোধী পেঁপেকে ভোগপণ্য হিসেবে অনুমোদন দেওয়ার জন্য উল্লেখ করেন। জাপানে এ ছাড়াও সীমিত পরিসরে বায়োটেক কার্নেশন এবং আবদ্ধ অবস্থায় গোলাপ চাষ হয়, কিন্তু কোন ধরনের বায়োটেক ফসল চাষাবাদ হয় না। ড. ইয়াসুফুমি ইওয়াই এবং ড. ইউসিহিকো ফুজিমুরা যারা উভয়ই কাউন্সিল ফর বায়োটেকনোলজী ইনফরমেশন জাপান (CBIJ) এ কর্মরত যারা যথাক্রমে উদ্ভোধনী বক্তব্য এবং মূল তথ্য উপস্থাপন করেন।

সেমিনারটি CBIJ এবং NBIC এর সহায়তায় ১২০ জন অংশগ্রহনকারী নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে মেডিয়া, সরকারী প্রতিনিধী, শিক্ষাবিদ, এবং শিল্প থেকে এসেছে, সেমিনারটি মে ৩০, ২০১৭ তারিখে জাপানের টোকিও সিটির আশাহি সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অধিক তথ্যের জন্য ISAAA ওয়েবসাইটে বিদ্যমান Brief ৫২ হোমপেজ ভিজিট করুন।

ভিজিট করুন: <http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15481>

ইউরোপ

গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে জলবায়ুগত পরিবর্তনে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে ২৩% ফসল উৎপাদন কমে যাবে

জলবায়ু পরিবর্তন যা চরম আবহাওয়া এবং তাপমাত্রার সৃষ্টি করে এবং এতে করে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে বিভিন্ন প্রধান ফসলের যেমন, ছট্টা, গম, ধান, এবং সয়াবিন এর উৎপাদন ২৩% কমে যাবে- গবেষণার ফলাফল।

ইউনিভার্সিটি অফ বন এর সেন্টার অফ ডিভেলপম্যান্ট রিসার্চ এর একজন গবেষক জনাব মেকবিব হাইলি এবং তার সহকর্মীগণ বিগত ১৯৬১ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে প্রধান ফসলের মূল্য এবং উৎপাদন বিশ্লেষণ করেন। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে প্রধান ফসলের সার্বিক উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ হারে ৯% কমে যাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের এই বিরূপ প্রভাব ২০৩০ সালের মধ্যে অনেক দেশের উপর দৃশ্যমান হবে কিন্তু ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় সকল দেশের উপর পড়বে। জনাব হাইলে বলেন, ফসলের বৃদ্ধির সময় গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রধান ফসলের উপর তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করে না যতক্ষণ না এটি একটি “টিপিং পয়েন্ট” (প্রায় ৪৯°F (32°C)) এ আঘাত না করে। তাপমাত্রা ব্যাতিরেকে, চরম আবহাওয়ার অবস্থা ও যেমন, খড়া, এবং অতি বৃষ্টি ফসলের ফলন কমিয়ে দেয়। এই বিষয়টিকে সমাধান করার জন্য জনাব হাইলে খামারায়ন পদ্ধিতে চাষাবাদ করার পরামর্শ দিয়েছেন, যেমন, বায়োটেক ক্রপ, কর্যকরী সেচ, এবং কম টিলারিং।

গবেষণা সম্পর্কে অধিক তথ্যের জন্য [The Daily Climate](#) থেকে প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়ুন।

ভিজিট করুন: <http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15469>